মুজিবনগরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে সেনাবাহিনীর হানা, পিস্তল, গুলি ও গাঁজা উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে অভিযান চালিয়ে ১টি ওয়ান শ্যুটার পিস্তল, ১টি লাইভ অ্যামুনিশন এবং ৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী।

গতকাল সোমবার রাত ১১টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত মহাজনপুর কবরস্থানের পাশে একটি আমবাগানে সেনাবাহিনীর একটি টিম গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানের সময় ডাকাত দল সেনাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়। পরে তল্লাশি চালিয়ে আমবাগানে অবস্থিত একটি ছাপড়ি ঘর থেকে ১টি ওয়ান শ্যুটার পিস্তল, ১টি লাইভ অ্যামুনিশন এবং ৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত অবৈধ অস্ত্র, অ্যামুনিশন এবং গাঁজা পরবর্তীতে মুজিবনগর থানায় পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

দর্শনায় বড় মসজিদের ওয়াস রুম থেকেপরিত্যাক্ত হ্যান্ডকাপ ও নষ্ট স্মার্টফোন উদ্ধার

দর্শনা রেলবাজার বড় মসজিদের ওয়াস রুমের ভিতর থেকে একটি পরিত্যাক্ত হ্যান্ডকাপ ও একটি নষ্ট টাসফোন উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ২টা ৩০ মিনিটের সময় হ্যান্ডকাপ ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করেন দর্শনা থানার এস আই আশিকুল হক।

পুলিশ জানায়, প্রায় ১০/১২ বছর আগের পুরাতন জংধরা হ্যান্ডকাপ ও একটি নষ্ট মোবাইল ফোন ওয়াস রুমের ভিতরে ছিল। এতে করে করে ওয়াস রুমটি ব্যাহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এসময় একজন হরিজনকে দিয়ে ওয়াস রুমটি পরিস্কার করতে গিয়ে দেখায় একটি পুরাতন হ্যান্ডকাট ও একটি নষ্ট মোবাইল ফোন আটকে ছিল।

এসময় হরিজন মোবাইল ও হ্যান্ডকাপ পেয়ে মসজিদ কমিটিকে জানালে মসজিদ কমিটির লোকজন পুলিশকে খবর দেয়। পরে দর্শনা থানার এস আই আশিকুল হক মোবাইল ফোন ও হ্যান্ডকাপ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এ বিষয়ে দর্শনা থানায় একটি সাধারণ ডায়রী হয়েছে বলে জানান দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর।

মেহেরপুরে অবৈধ চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার ও বিনষ্ট

মেহেরপুর সদর উপজেলার কালাচাঁদপুর ভৈরব নদ থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার করে আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করেছে প্রশাসন।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলামের নেতৃত্বে ভৈরব নদীর কালাচাঁদপুর অংশে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে প্রায় দুই হাজার মিটার অবৈধ চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার করা হয়। পরে সেখানে মোবাইল কোর্ট বসিয়ে উদ্ধারকৃত জাল আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

অভিযান চলাকালীন সময়ে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন নাহার আঁখি, সিনিয়র সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মীর জাকির হোসেন এবং সদর থানার এসআই উজ্জ্বল হোসেন প্রমুখ।

প্রশাসন জানায়, অবৈধ জাল দিয়ে মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে যাতে মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা যায়।

গাংনীতে বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া নবজাতক আর নেই

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া সেই নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে। গেল রাত আড়াইটার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট নিয়ে তার মৃত্যু হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গাংনী উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আরশাদ আলী জানান, ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুটির নাড়ি কাটা হয়নি। বাগানে ফেলে রাখায় সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। গেল দুদিন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের ইনকিউবেটারে ছিল। গতকাল সন্ধ্যায় কিছুটা সুস্থ হওয়ায় শিশুটিকে আইসিইউতে রাখা হয়েছিল। তবে রাতে হঠাৎ প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর দুপুরে মটমুড়া গ্রামের একটি বাঁশবাগান থেকে সদ্য ভুমিষ্ঠ হওয়া কন্যা শিশুটিকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। গাংনী উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ডের সহায়তায় তার চিকিৎসা চলছিল। পরিচয়বিহীন কন্যা শিশুটিকে দত্তক নিতে অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তবে এখনও পর্যন্ত শিশুটির পিতামাতার পরিচয় মেলেনি।

শিশুটির দাফনের বিষয়ে গাংনী উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আরশাদ আলী জানান, শিশু কল্যাণ বোর্ডের সিদ্ধান্ত হলে তার দাফন সম্পন্ন করা হবে।

গাংনীতে উদ্ধার হওয়া নবজাতকের পাশে ইউএনও খায়রুল ইসলাম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া নবজাতক শিশুটির খোঁজখবর নেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো: খায়রুল ইসলাম।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে তিনি নবজাতকের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে প্রয়োজনীয় উপহার সামগ্রী তুলে দেন।

উদ্ধারকৃত নবজাতকটি সুস্থ আছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

গাংনীতে বাশবাগান থেকে সদ্য ভুমিষ্ট নবজাতক উদ্ধার

মেহেরপুরর গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের একটি বাশবাগান থেকে সদ্য ভুমিস্ট এক নবজাতককে উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে নবজাতকটির কান্নার আওয়াজ শূনতে পেয়ে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন এবং চিকিৎসা করান। তবে ওই নবজাতকের পরিচয় মেলেনি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও ডাক্তার মাসুদুর রহমান জানান, আজ দুপুরে একটি নবজাতক শিশুকে নিয়ে আসেন মটমুড়া গ্রামের লোকজন। আমরা তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছি। শিশূটির স্বাশকস্ট দেখাদিলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে রেফার্ড করেছি। নবজাতকটি কন্যা শিশু বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল জানান, নবজাতক উদ্ধারের বিষয়টি শূনেছি, তবে ওই নবজাতকের পরিচয় জানার চেস্টা করা হচ্ছে। বর্তমানে উদ্ধারকৃত নবজাতকটি চিকিৎসাধীন রয়েছে।

গাংনীতে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামে দুই সন্তানের জননী টলি খাতুন (৩৭) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে নিজ ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় মরদেহ দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত টলি খাতুন কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামের সবেদ আলীর মেয়ে। প্রায় ২ যুগ আগে তার বিয়ে হয় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সর্দারপাড়ার তাজুল ইসলামের সঙ্গে।

নিহতের পরিবারের অভিযোগ, টলি খাতুনকে স্বামী তাজুল ইসলাম নির্যাতন করে হত্যা করেছে। পরে বিষয়টি আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। নিহতের ফুফু মুর্শিদা খাতুন বলেন, টলির শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন আছে। গলায় দড়ির দাগ, পেটে মারধরের দাগ রয়েছে। তাকে নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়েছে। আমি তাজুলের ফাঁসি চাই।

অন্যদিকে নিহতের স্বামীর চাচা এনামুল হক দাবি করেন, তাজুল তার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসত। বছর খানেক আগে সে তার মায়ের নামে থাকা জমি টলির নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছে। ঘটনার আগের দিন টলি শাশুড়িকে ভাত খেতে দেয়নি, এ নিয়েই তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। এরপর টলি আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিল।

গাংনী থানা পুলিশের ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আব্দুল করিম বলেন, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে টলি খাতুনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্ত শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট হাতে এলে প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে

মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

চুয়াডাঙ্গায় আবাসিক হোটেল থেকে প্রকৌশলীর লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা শহরে একটি আবাসিক হোটেল থেকে মাহবুবুর রহমান মাসুম
(৩৫) নামে এক টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারের লাশ উদ্ধার করা হয়।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পৌরসভার পাশে ‘চুয়াডাঙ্গা আবাসিক হোটেল’ থেকে সদর থানা পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।

মাহবুবুর রহমান মাসুমের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা শহরের সবুজপাড়ায়। পরিবারের সঙ্গে তিনি ঢাকায় থাকতেন।

পুলিশ ও হোটেল কর্তৃপক্ষের সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার মাহবুবুর রহমান মাসুম তিন বন্ধুর সঙ্গে চুয়াডাঙ্গায় ঘুরতে আসেন। তারা একটি আবাসিক হোটেলে ওঠেন।

হোটেলের ম্যানেজার সাগর জানান, তারা তিনজনই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। পরবর্তীতে মাসুমের দুই বন্ধু চলে গেলেও তিনি হোটেলেই থেকে যান।

ম্যানেজার সাগর আরও জানান, মাসুম বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। তার বন্ধুরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলেও তিনি রাজি হননি। শনিবার বেলা ১২টায় হোটেলের চতুর্থ তলার ৪০১ নম্বর কক্ষ থেকে কান্নার শব্দ শুনে তিনি উপরে গিয়ে দেখতে পান মাসুমের স্বজনরা সেখানে কান্নাকাটি করছেন। স্বজনদের পরামর্শ দেওয়া হয় মাসুমকে সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এরপর তারা দেখতে পান মাসুমের মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে এবং তিনি মারা গেছেন। তখন স্বজনরা জরুরি সেবা ৯৯৯ এ কল করে পুলিশকে খবর দেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি খালিদুর রহমান জানান, জরুরি সংবাদ পেয়ে তারা চুয়াডাঙ্গা আবাসিক হোটেলের চতুর্থ তলার একটি কক্ষ থেকে আনুমানিক ৩৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেন। প্রাথমিক

তদন্তে লাশে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

ওসি আরও বলেন, তারা সিআইডি ও পিবিআইকে খবর দিয়েছেন এবং তারা এসে তদন্ত করবে। পুলিশও বিষয়টি তদন্ত করছে। বিষয়টি আইনগত প্রক্রিয়াধীন আছে।

হরিণাকুণ্ডুতে মাদক বিরোধী অভিযানে গাঁজার গাছ উদ্ধার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুর জোড়াদহ ইউনিয়নের হরিশপুর গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযানে আসাদুল ইসলাম চন্টুর বাড়ি থেকে ১২ ফুট লম্বা গাঁজার গাছ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকালে এই অভিযান পরিচালনা করেন হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম হাওলাদার।

পুলিশ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ হরিশপুরের আব্বাস মোড়ের পার্শ্ববর্তী চন্টুর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে একটি বৃহদাকারের ১২ ফুট লম্বা গাঁজার গাছ উদ্ধার করে। তবে অভিযানের সময় চন্টু পলাতক ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। উদ্ধারকৃত গাঁজার গাছ থানায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে ওসি শহিদুল ইসলাম হাওলাদার জানান।

তিনি আরও বলেন, “মাদক বিরোধী এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিতে কাজ করছে হরিণাকুণ্ডু থানার পুলিশ।”

স্থানীয়দের মতে, আসাদুল ইসলাম চন্টু দীর্ঘদিন ধরে গোপনে মাদক চাষ ও সরবরাহের সাথে জড়িত আছে বলে জানা যায়। হরিনাকুণ্ডু থানা পুলিশের মাদক বিরোধী এই অভিযান জনমনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করবে বলে সচেতন মহল অভিমত ব্যক্ত করেন।

গাংনীতে র্যাবের অভিযানে দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে র্যাব-১২, সিপিসি-৩ এর অভিযানে পরিত্যাক্ত দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরী একটি অবৈধ সচল ওয়ান শুটার গান উদ্ধার হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাত পোনে ৯ টার দিকে গোয়েন্দা সূত্রের ভিত্তিতে গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের ধর্মচাকী হতে হিজলবাড়ী গামী পাকা রাস্তা সংলগ্ন হিজলবাড়ী বটতলা নামক স্থানে অভিযান পরিচালনা করে লাল রংয়ের শপিং ব্যাগের মধ্যে লাল কাপরে জড়ানো দেশীয় প্রযুক্তিতে লোহার তৈরী একটি অবৈধ সচল ওয়ান শুটার গান পরিত্যাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন র্যাব।

পরবর্তীতে আজ বৃহস্পতিবার সকলে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১২ কোম্পানী কমান্ডারের কার্যালয় ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-৩’র পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সকল তথ্য জানানো হয়।

র্যাবের কর্মকর্তারা আরও জানান, সমাজ থেকে অপরাধ দমনে র্যাবের অভিযান অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি তারা জনগণকে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।